https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ

সূচিপত্র

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ

ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

সভ্যতার পথঃ

সভ্যতার উপাদানসমূহ

কোরআন ও সুন্নতের বিস্ময়ঃ

https://www.path-2-happiness.com/bn

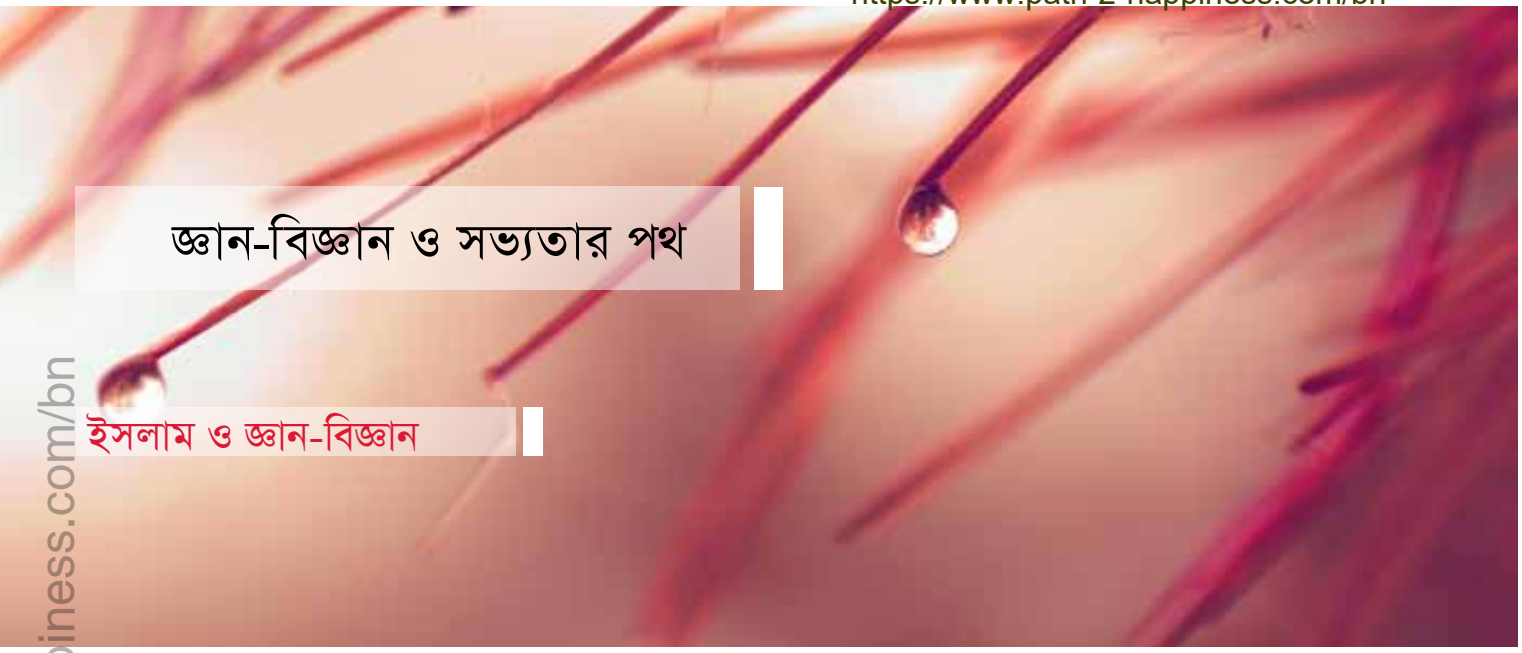

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ

ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

https://www.path-2-happiness.com/bn

ঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুখ-সৌভাগ্য অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথে চলে। অজ্ঞতা ও পশ্চাদগামিতার পথে কখনও চলতে পারেনা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত ইসলাম ধর্মের ন্যায় অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ নেই যা জ্ঞানীদের মর্যাদা সুউঁচু করেছে, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে বলেছে, জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করেছে, বিবেককে কাজে লাগাতে বলেছে ও চিন্তা-গবেষণা করতে আহবান করেছে। তিনি এক মহা সভ্যতা গড়েছেন, যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করে। এজন্যই তাঁর আগমনকে জ্ঞান পিপাসু ও জ্ঞানীদের নিকট প্রকৃত জ্ঞানের এক মহাবিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাইতো ইসলাম জ্ঞান দিয়েই শুরু করেছে। খোদায়ী হেদায়েতের আলোতে পৃথিবী আলোকিত করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?} [সূরা মায়েদাঃ ৫০]

এ ধর্মে অজ্ঞতা, সন্দেহ, ধারণা বা সংশয়ের কোন স্থান নেই। নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের উপর প্রথমেই অবতীর্ণ হয়ঃ {পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।} [সূরা আলাকঃ ১-৫]

এটা স্পষ্ট যে, এই প্রথম বিষয়টিই এ ধর্ম বুঝার চাবিকাঠি, দুনিয়া জানার চাবিকাঠি বরং সকল মানুষের গন্তব্যস্থল আখেরাত জানারও চাবিকাঠি।

বরং একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, আল কোরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে গুরুত্ব শুধুমাত্র প্রথম নাযিলের সময়ই দেয়নি, বরং মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তায়া'লা আদম [আঃ] কে সৃষ্টি করলেন, তাঁকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানালেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের ও ফেরেশতাদেরকে তাঁর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ইহা জ্ঞানের কারণেই। আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে বলেনঃ

{আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ [সেগুলো ব্যতীত] নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর!} সূরা বাকারাঃ ৩০-৩৩]

পড়... ইসলামের আহবান

"নিঃসন্দেহে ইসলাম - জ্ঞান বিজ্ঞানের ধর্ম- ইহা তার অনুসারীদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও আমলের দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করতে সর্বদা আহবান করে। এতে কোন সংন্দেহের অবকাশ নেই; কেননা আল কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াতই হলোঃ পড়ুন আপনার রবের নামে"।

রবার্ট বায়ের জোসেফ
ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু কোরআন নাযিলের শুরুতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, যেহেতু কোরআনের প্রথম শব্দই জ্ঞান সম্পর্কে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পাঠ করুন }বরং ইহা এই চিরস্থায়ী সংবিধানের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি। কোরআনের এমন কোন সূরা পাওয়া যাবেনা যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। আল্লাহ তায়া'লা জ্ঞানের দ্বারা সর্বোচ্চ সাক্ষ্য তথা তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।} [সূরা মুহাম্মদঃ ১৯]

অতএব, এতে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়, বরং যারা জানে ও যারা জানে না তাদের মাঝে সমতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।} [সূরা যুমারঃ ৯]

বরং তিনি যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদের জন্য আখেরাতে অপরিসীম প্রতিদান ছাড়াও দুনিয়াতেও তাদের মর্যাদা উচ্চ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত,আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।} [সূরা মুজাদিলাঃ ১১]

এছাড়া কোরআনে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু অধিক প্রাপ্তির জন্য এতো উৎসাহ দেয়নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।} [সূরা তোয়াহাঃ ১১৪]

মসজিদ... বিশ্ববিদ্যালয়

"আগেকার দিনে - এখনও কিছু কিছু জায়গায়- মসজিদসমূহ ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের দ্বারা ইহা শোরগোলে ভরপুর ছিল। তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মীয়, শরিয়ত, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অন্বষণে উলামাদের পাঠদান শুনতে আগমন করত। বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে আরবীতে দক্ষ উলামারা নিজেরাও পাঠদান করতে আসতেন। দেশে জাতি নির্বিশেষে সকল ছাত্রদেরকেই স্বাগত জানানো হতো"।

স্ট্যানলি লেন. পল

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী

এ থেকেই বুঝা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী মোটেও অতিরিক্ত নয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলবে আল্লাহ তায়া'লা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টিকরণে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও জমিনের সবাই ইস্তিগফার করতে থাকে, এমনকি পানির নিচের মাছও। আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা যেমন সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের উপর চাঁদের মর্যাদা। উলামাগণ আম্বিয়াদের ওয়ারিশ। আর আম্বিয়া কিরামগণ দিনার বা দিরহামের [অর্থকড়ির] ওয়ারিশ করেননি, তাঁরা ইলমের ওয়ারিশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করল, সে পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হলো"। [মুসলিম শরীফ]। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে মসজিদগুলো ইলম ও উলামাদের দূর্গে পরিণত হয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, কোরআনে "ইলম" শব্দটির বিভিন্ন রুপান্তর পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে ইহা [৭৭৯] বার এসেছে, অর্থাৎ কোরআনের প্রত্যেক সূরাতে প্রায় সাত বার করে এসেছে! আর ইহা শুধু তিন অক্ষরের "ইলম" শব্দটির ব্যবহার। তবে ইলমের সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ অনেক বার এসেছে। যেমনঃ ইয়াকিন, হেদায়েত, আকল, ফিকির বা চিন্তাভাবনা, নজর বা দৃষ্টিপাত, হিকমা বা প্রজ্ঞা, ফিকহ, বুরহান বা প্রমাণ, দলিল, হুজ্জাত বা প্রমাণ, আয়াত বা নিদর্শন, বাইয়্যেনাহ বা স্পষ্ট প্রমাণ এবং এভাবে ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলী যা ইলমের অর্থ বুঝায় ও ইলমের প্রতি উৎসাহিত করে। অন্যদিকে রাসুলের সুন্নতে ইহা এত বেশি সংখ্যক বার ব্যবহৃত হয়েছে যে, এর পরিসংখ্যান করাই প্রায় কঠিন ও অসম্ভবপর।

আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়

"আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক আয়াত এসেছে, যা ডঃ ইউসুফ মারওয়াহ তার "আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" বইয়ে উল্লেখ করেছেন। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইহা [৭৭৪]টি আয়াত। ইহার বিস্তারিত হলো নিম্নরূপঃ গণিত [৬১], পদার্থবিদ্যা [২৬৪], অণু [৫], রসায়ণ [২৯], আপেক্ষিক বিজ্ঞান [৬২], জ্যোতির্বিজ্ঞান [১০০], আবহাওয়া [২০], জলজ [১৪] মহাকাশ বিজ্ঞান [১১], প্রাণিবিদ্যা [১২], কৃষিবিজ্ঞান [২১], জীববিজ্ঞান [৩৬], সাধারণ ভূগোল [৭৩], মানব প্রজনন [১০], ভূতত্ত্ব [২০], মহাবিশ্ব এবং মহাজাগতিক ঘটনার ইতিহাস [৩৬]টি আয়াত"।

মরিস বুকাইলী

ফরাসি বিজ্ঞানী ও ডাক্তার

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোরআন যদিও রসায়ণ, পদার্থ, জীব বা গণিত শাস্ত্র নয়, কেননা ইহা হেদায়েতের কিতাব, তথাপিও আধুনিক বিজ্ঞান যা কিছু প্রমাণ করেছে তা আল কোরআনের সাথে কখনও বিরোধপূর্ণ নয়।

পরবর্তীতে এ সব কিছুর সুদূর প্রভাব ইসলামী রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অনেক অবিষ্কার হয়েছিল। এমন সব বিস্ময়কর আবিষ্কার যা ইতিহাস কখনও দেখেনি, যা মুসলমানদের হাতে এক মহা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করেছে। তারা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এমন এক অভূতপূর্ব জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে গিয়েছিল যা সারা পৃথিবীবাসীকে ঋণী করে রেখেছে। ম্যাক্স মাইরহোপ বলেনঃ "ইউরোপে পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সরাসরি জাবের ইবনে হাইয়ানেরই অবদান। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ইউরোপের নানা ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষায় এখনও তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়েথাকে"।

আলডোমিলি বলেনঃ "আমরা যখন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাকাই তবে আমরা প্রথম যুগের বিজ্ঞানীদের কথাই বলতে বাধ্য হব। আর তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল খাওয়ারেজমী [নি বীজগণিত এর প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় নম্বর সিস্টেমের সংজ্ঞাকারক, গণিত গবেষণা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের নানা তথ্যের উদ্ভাবক।] .... তিনি বিখ্যাত গণিতবিদদের জন্য গণিতের নানা শাখা প্রশাখা খুলে গেছেন। তাঁর লিখিত বই ষষ্টদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা হত"।

সিগরীড হোংকে [Sigrid Hunke] আল জাহরাবীর "আল তাসরিফ লিমান আজেজা আ'নেত তা'লিফ" [ইহা ত্রিশ খন্ডে চিকিৎসা বিশ্বকোষ। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে রয়েছে প্রচুর চিত্র, এর লেখক আল জাহরাবীর সার্জারিতে ব্যবহৃত প্রচুর যান্ত্রিক রূপ। দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় জেরার্ড এই বইয়ের সার্জারি অধ্যায় অনুবাদ করেন। এর পরে এ বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ বের হয়। প্রথম সংস্করণ ১৪৯৭ সালে ভেনিসে, দ্বিতীয় ১৫৪১ সালে বাসেলে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৭৭৮ সালে অক্সফোর্ডে। উনবিংশ শতাব্দীতে ডঃ Leclerc ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন।] কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের সার্জারি অধ্যায় সম্পর্কে বলেনঃ "এই কিতাবের তৃতীয় অধ্যায় ইউরোপে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। কেননা ইহা ইউরোপে সার্জারির মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার অপরিসীম মূল্য। ফলে কাটা ছিঁড়া [ব্যবচ্ছেদ] বিজ্ঞানে জখম ও সার্জারি একটি আলাদা বিষয় হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, ইহার রয়েছে নির্ভরযোগ্য মূলনীতি ও ভিত্তি।" ইউরোপের অগ্রগতিতে পাঁচ শতাব্দির অধিক কাল ধরে আল জাহরাবীর এ কিতাবের অনেক অবদান রয়েছে। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কিতাব পাঠদান করা হত, ইউরোপের শৈল্যচিকিতসকরা এ কিতাবের মুখাপেক্ষী হতেন ও ইহার থেকে সাহায্য নিতেন।

এখনও মুসলিম বিজ্ঞানীরা মানবজাতির কল্যাণে অনেক কিছু আবিষ্কার করে আসছে। আহমদ

সংস্কৃতির প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা

"মানব ইতিহাসে কখনও সংস্কৃতির জন্য হঠাৎ আবেগময় হয়ে উঠার সেই আন্দোলনের মত আকর্ষনীয় কোন ঘটনা ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছিল সে সময়ে সারা মুসলিম জাহান জুড়ে। তখন প্রত্যেক মুসলমান খলিফা থেকে শ্রমিক সকলেই যেন জ্ঞানের জন্য হঠাৎ আসক্ত হয়ে গেল, জ্ঞান অন্বেষণে সফর করতে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। আর এটা ছিল ইসলাম সর্বক্ষেত্রে যে সব অবদান রেখেছে তার মাঝে সর্বোত্তম। জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের পদচারণায় তখনকার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ যেমন বাগদাদ নগরী, এরপরে অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ যা কলা ও বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত ছিল ইত্যাদি মুখরিত ছিল। যেমনিভাবে ইউরোপীয় জ্ঞানীদের হাতে আধুনিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাদের হাতে আধুনিক জ্ঞানের নানা গবেষণায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তরঙ্গায়িত হতো; বরং তাদের চেয়েও বেশী আকর্ষনীয় ও চমৎকার ছিল"।

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

স্ট্যানলি লেন. পল

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ফরাসি ইতিহাসবিদ

জ্ঞান- বিজ্ঞানের সভ্যতা

যখনই আমরা আরব সভ্যতা, তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ বইসমূহ এবং তাদের অবিষ্কার ও শিল্পকলা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করি, তখন আমাদের সামনে নতুন তথ্য ও বিস্তৃত সম্ভাবনা প্রকাশিত হয়। আমরা সহজেই দেখতে পাই যে, মধ্যযুগে আরবরা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেসব জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঁচ শতাব্দী ধরে তাদের বইসমূহ ছাড়া কিছুই জানত না। আরবরাই ইউরোপকে পার্থিব, জ্ঞানগত ও চারিত্রিকভাবে সভ্য সংস্কৃত করেছে। ইতিহাসে কোন জাতিকে দেখা যায় না যারা এতো অল্প সময়ে এতো কিছু উপহার দিয়েছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কেউ তাদের থেকে বেশী অগ্রসর হতে পারেনি"।

বিস্ময়কর কোরআন

"আমি আল কোরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ গবেষণা করে দেখেছি যে, এসব আয়াত আমাদের আধুনিক জ্ঞানের সাথে পুরোপুরি প্রযোজ্য। আমি বিশ্বাস করেছি যে, হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ মানবজাতির থেকে কোন শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্পষ্ট সত্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। যে কোন বিজ্ঞানী বা শিল্পী তার জ্ঞানের সাথে কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ তুলনা করে, যেমনিভাবে আমি করেছি, তবে নিঃসন্দেহে সে কোরআনের বশ্যতা স্বীকার করবে, যদি সে বিবেকসম্পন্ন হয় এবং হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়"।

রিনে জীনো
ফরাসি দার্শনিক

জুয়েল (মিশরী রাসায়নিক বিজ্ঞানী, ১৯৯৯ সালে ক্যামেরার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্যামেরা আবিষ্কারের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। [Femtosecond Spectroscopy] পদ্ধতিতে তার গবেষণায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব একটি নতুন সময় প্রবেশ করে যা ইতিপূর্বে মানুষ প্রত্যাশা করেনি। এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক দ্রুত লেজারের মাধ্যমে অণুগুলোর গতি পর্যবেক্ষন সম্ভব হয়। এমনিভাবে ডঃ আহমাদ জুয়েল অস্বাভাবিক দ্রুত ফটোগ্রাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন,যা লেজারের মাধ্যমে কাজ করে। এর মাধ্যমে একটি অংশ অপর অংশের সাথে মিলিত হওয়া ও আলাদা হওয়ার সময় অংশগুলোর গতি লক্ষ্য রাখা যায়। আর যে সময়ের মাঝে ফটোর কাজ সম্পন্ন হয় তা এক সেকেন্ড এর দশ লক্ষ বিলিয়ন অংশের এক অংশ)। "বিজ্ঞানের যুগ" বইয়ে বলেনঃ "আমার কাজ ছিল অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের একত্রিত ও পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে অনুর পরিবর্তন নিয়ে, অনুরুপভাবে সেকেন্ডের ভিতরের সময় নিয়ে, এমনভাবে যে, সেকেন্ডটা একটা বড় সময় হিসেবে রূপান্তরিত হয়।"

এ কথা সকলেরই জানা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনিত এ জ্ঞান-বিজ্ঞান, হিদায়েত ও আলো মানবজাতিকে বদ্ধতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা মানবজাতির মর্যাদা সুউচ্চ করেছে।

ইসলাম জ্ঞানের পথে চলার পদ্ধতি নিয়ে এসেছে। যেমনঃ ইসলামে অজ্ঞভাবে কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ {তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।} [সূরা বাকারাঃ ১৭০]

জ্ঞানের পথ ছেড়ে ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।} [সূরা আন'আমঃ ১১৬]

এছাড়াও জ্ঞান, যুক্তি, আকল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপরীতে ভ্রান্ত প্রবৃত্তির অনুসরণও নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে।} [সূরা আন'আমঃ ১১৯]

আরো নিষেধ করেছে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা হতে যা ন্যায় বিচার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।} [সূরা মায়েদাঃ ৮]

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরিবর্তন করে লক্ষ্যচ্যুত করাকেও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেনঃ {কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি।} [সূরা নিসাঃ ৪৬]

কারো উপর সীমালঙ্ঘন ও ঝগড়া করতে মানা করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়।} [সূরা শুরাঃ ৪২]

মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করতে ইলমী আমানতের থেকে দূরে সরে যেতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।} [সূরা নিসাঃ ৫৮]

ন্যায়নীতি, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেয়া থেকে সরে যাওয়াও নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের যদি ক্ষতি হয় তবুও।} [সূরা নিসাঃ ১৩৫]

দলিল, প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা নামলঃ ৬৪]

এছাড়াও আরো অনেক কিছু, যা জ্ঞান ও সভ্যতার পথে বিজ্ঞান সম্মত পথ ও পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা

"ইসলাম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কেননা ইহা ছিল সে যুগের সর্বোত্তম সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ইহা ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে, কেননা সর্বত্রই রাজনৈতিক দিক থেকে কিছু নির্বোধ লোক ছিল, যাদের অধিকার হনন করা হতো, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হতো, তাদেরকে ভয় ভীতি দেখানো হতো, তারা ছিল অশিক্ষিত ও রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালনা করে তা জানতোনা। এছাড়াও কতিপয় স্বৈর ও দুর্বল শাসক পাওয়া যায়, যাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামই বিশ্বের জন্য অদ্যবদি কার্যকর প্রশস্ত, অত্যাধুনিক ও নির্মল রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে এসেছে। ইহা মানব জাতিকে অন্য সব ব্যবস্থপনার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থপনা উপহার দিয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যে শুল্কাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর ইউরোপে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরম্পরা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল ও ভেঙ্গে পড়েছিল "।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস

ব্রিটিশ লেখক ও সাহিত্যিক

সভ্যতার পথঃ

উন্নত অনুন্নত এমন কোন জাতি বা গোষ্ঠী পাওয়া যাবেনা যাদের সংস্কৃতি নাই, যা তাদের স্বভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। সংস্কৃতি হলো জীবন যাপনের পথ, জীবন ও অস্তিত্বের অবস্থান, সুউচ্চ নীতিমালা ও সামাজিকতা যা জীবনের বাহ্যিক দিক ও রূপকে নির্দেশ করে। সকল কার্যকলাপ ও আচার আচরণের প্রতিফলন। ইহা সমাজকে প্রিয় অভ্যাসে অভ্যস্থ করে এবং তার উপর অটল থাকাকে সংরক্ষন করে। আর সভ্যতা হলো সমাজের সংস্কৃতির সাথে বাড়তি একটি বৈশিষ্ট্য, যা অগ্রগতি, উন্নতি, ব্যক্তি ও সমষ্টিক সফলতা, বাস্তবতার আলোকে অর্জন, ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব, কোন কিছু সৃষ্টিতে কার্যকর ভুমিকা, এমন কার্যকারিতা যা স্থান ও কালের সীমা ছড়িয়ে একত্রিত ও আলাদা রূপে দীপ্তশীল, এসব কিছুকে শামিল করে। এভাবেই সকল সভ্যতা প্রকৃতি, পরিবেশ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও আখলাকের সাথে বুনন ও গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি করে। উক্ত উপাদানগুলো আমরা একই পাত্রে মিশ্রিত দেখি, ইহাই একটি জাতির সভ্যতা, ইহাই উক্ত জাতির বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী।

এভাবে আমরা দেখি যে, ইসলাম অসহিষ্ণু ও অনুন্নত একটি গোষ্ঠীকে মহান আখলাক, সুউচ্চ মূলনীতিবান জাতিতে পরিণত করেছে। মাত্র কয়েক দশকের মাঝে তাদের মধ্যে এমন নাগরিকতা ও সভ্যতা বিস্তার করে, যার দ্বারা তারা পৃথিবী জয় করে নেয়। এ সভ্যতায় সে সময়ে অনেক জনগোষ্ঠীই সাড়া দিয়েছিল, কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা ছিল সহজ-সরল, ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যে ভরপুর। ইসলামের সভ্যতা এমন এক সময় এসেছিল যখন মানুষ দাসত্ব ও স্বৈরশাসনের পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তারা এ নতুন ব্যবস্থাপনায় আকৃষ্ট হলো, কেননা তারা দেখলো রাজা বাদশাদের স্বৈরচারিতা, একনায়কতন্ত্রের নির্যাতনের পরিবর্তে এতে রয়েছে তাদের জন্য সম্মানবোধ ও মানবতা। ফলে ইসলামই তাদের জন্য ছিল এক সোনালী সুযোগ। কেননা ইহা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তারা এখানে সম্মানিত জীবন পেয়েছে, যা তারা প্রত্যাশা করত। এমনিভাবে ইসলাম তাদের থেকে জুলুম, নির্যাতন, অজ্ঞতা ও পশ্চাদপসারতা দূর করল।

ইসলামী সভ্যতা মানুষকে সম্মান দিয়েছে। গোত্র, বর্ণ বা ভাষার কারণে একে অন্যের উপর কোন আলাদা মর্যাদা বা পার্থক্য করেনি। বরং সকলেই আচরণ ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। মানব জাতির অগ্রগতিতে ইসলামী সভ্যতা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। গোত্রীয় স্বৈরতন্ত্র যা রক্ত ও বংশের ভিত্তিতে গড়ে উঠত, তা পরিবর্তন করে আক্বীদা ও চিন্তাভাবনায় একই সমগোষ্ঠীর পদ্ধতি চালু করেছে, যা ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে সভ্যতার প্রথম লক্ষ্যই হলো সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা বাস্তবায়ন, সুন্দর সমাজ গঠন, যে সব জিনিসে কল্যাণ আছে তা দিয়ে মানুষকে সুখী করা এবং সব ধরণের অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। যেহেতু সামাজিকভাবে নানা উপায়ে সভ্যতার উন্নতি মূলত মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রকৃত সভ্যতার উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও দেশে শান্তি, নিরাপত্তার মাধ্যমে মানুষের মানসিক সুখ, আন্তরিক প্রশান্তি আনা। আর ইহা সম্ভব হয় ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা ও মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

আধুনিক সভ্যতা ইহার বিপরীত, কেননা তা নিরাশা ও উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে অন্যায়ভাবে শারীরিক ও জৈবিক ভ্রষ্টতার নিষ্পেষণে ভোগায়। আর আখলাক-চরিত্র, সম্মানবোধ, ধার্মিকতা ইত্যাদি সুউচ্চ মানবিক গুনাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে, তার কোন আত্মা থাকেনা, শক্তিশালীরা দুর্বলকে জুলুম নিষ্পেষণ করে।

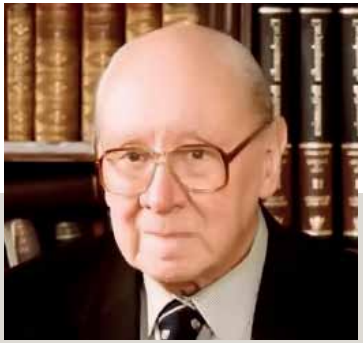

আত্ম অহংকারের আলামতসমূহ

"বর্তমানে ইউরোপে ইসলামের প্রভাব ও অবদানের উপর একটি গবেষণা প্রকাশ করা খুবই জরুরী; যখন বিশ্বে মুসলমান ও আরব খ্রিষ্টানদের সাথে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় খৃষ্টান লেখকরা ইসলামের নানা বিকৃতরূপে তুলে ধরেছে। তবে গত শতকের গবেষকদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমাদের মনে অনেকটা নিরপেক্ষ ও সত্য চিত্র গঠিত হচ্ছে। আরব ও মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্কের কারণে আমাদের উচিত মুসলমানদের অবদানগুলো স্বীকার করা। অন্যদিকে এ সব অবদান অস্বীকারে শুধু মিথ্যা অহংকারই প্রকাশ পাবে"।

মন্টগোমারি ওয়াট

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

বিশ্বের আত্মাহুতি

"অন্য সময়ের চেয়ে এ সময় পশ্চিমাদের ইসলাম খুবই প্রয়োজন, যাতে তারা জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং যেন পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে যে বৈপরিত্য আছে তা পরিবর্তন করতে পারে। ইসলাম কখনও বিজ্ঞান ও ঈমানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেনি, বরং এ দুয়ের মাঝে পরিপূরক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা বিচ্ছিন্ন হয়না। এমনিভাবে ইসলাম আমাদের পাশ্চাত্য সমাজে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামগ্রিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে যা ক্রমাগত সমগ্র বিশ্বকে আত্মাহুতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।।

মারমাদুক পিৎথাল

ইংরেজ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ

বৈজ্ঞানিক সফলতা অর্জন

"মাত্র আট শতাব্দীতে ইসলামবিজ্ঞানে অনেক বড় বড় অবদান রেখেছে। সুতরাং এ কথা একেবারেই ভুল যে, ইসলাম শুধু সভ্যতার নকলকারী। অথবা পশ্চিমা সভ্যতা শুধুই পশ্চিমাদের পরিপূর্ণ সভ্যতা। পশ্চিমাদের এ সব সফলতা বিস্তারের মূলেই রয়েছে ইসলামের অনেক বড় অবদান"।

প্রিন্স চার্লস

ব্রিটিশ যুবরাজ

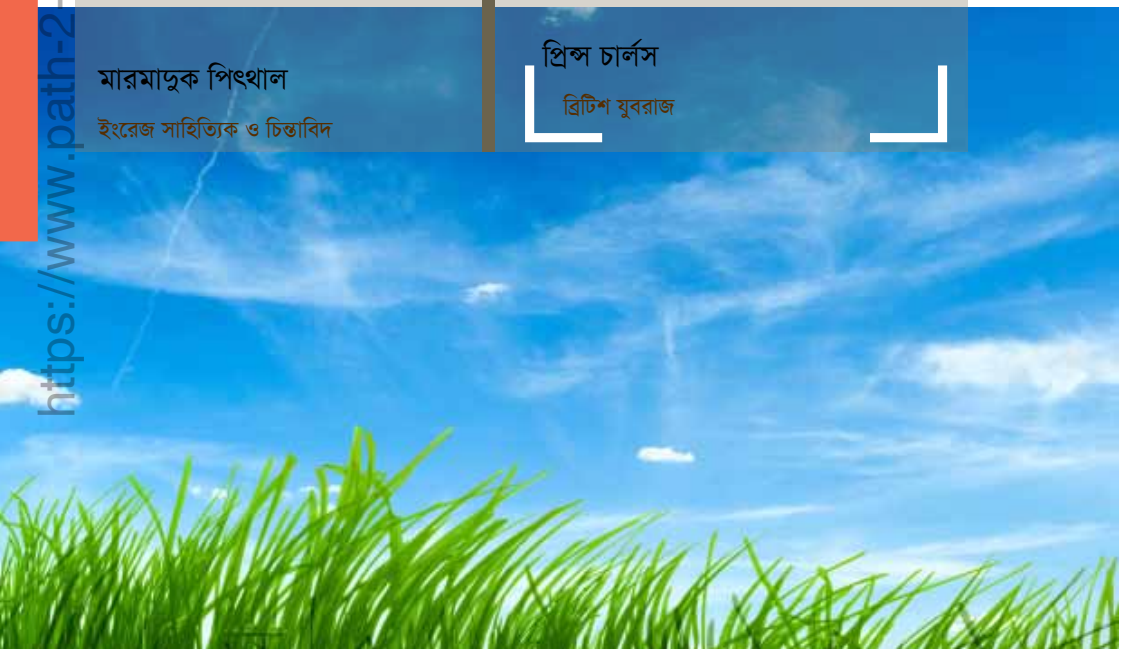

https://www.path-2-happiness.com/bn

সভ্যতার উপাদানসমূহ:

ইসলামী সভ্যতার কতিপয় স্বতন্ত্র উপাদান রয়েছে, যা একে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও সুস্পষ্ট গুনাবলীতে উজ্জ্বল করে রেখেছে যা অন্যান্য সভ্যতার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও মৌলিক নীতি হতে আলাদা করে ব্যাক্তিত্ব সৃষ্টি করে।যদিও এর কতিপয় উপাদান অন্যান্য সভ্যতার মাঝেও বিদ্যমান।

ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি জ্ঞান-বুদ্ধিকে অতিসম্মান দেয়া নয়, যেমনটি গ্রীকরা করত। শক্তি, প্রভাব ও কর্তৃত্বের অতিমর্যাদা নয়, যেমনটি রোমানরা করত। ইহা দৈহিক ভোগবিলাস, সমর শক্তি, ও রাজনৈতিক দাপটকে অতিগুরুত্ব দেয়নি, যেমনটি ছিল পারস্যদের নিকট। আবার শুধু আত্মিক শক্তির সম্মান ও করেনি, যেমনটি হয় হিন্দু ও কতিপয় চীনাদের নিকট। ধর্ম যাজকদেরও কাল্পনিক এবং পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে আলাদা কোন সম্মান ও দাপট নাই, যা মধ্যযুগে ইউরোপকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। এতে বস্তু বিজ্ঞানের বিমোহ নাই বা মহাবিশ্ব ও শুধু পদার্থ নিয়ে শুধু গবেষণাও নাই, যেমনটি করে গ্রীক ও রোমানদের থেকে প্রাপ্ত আধুনিক সভ্যতা। ইসলামী সভ্যতার মূল হলো তাওহীদ, চিন্তা-গবেষণা, বিজ্ঞান, কর্ম, আত্মা, আবাদ, বিবেকের মর্যাদা ও মানুষকে সম্মান দেয়া, এককথায় মানবের জীবনে যা কিছু দরকার সব কিছুই ইসলামী সভ্যতার মৌলিক উপাদান। এভাবেই ইসলামী সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সংবিধান, যা অন্যান্য সভ্যতার মৌলিক উপাদানের সাথে মূলেই ভিন্ন।

ইসলামী সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা থেকে উন্নত এজন্য যে, শত্রুর সাথে ইহার রয়েছে আত্মিক জিহাদ ও পরিশ্রম, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার ও ক্ষমার আদর্শ, বিশ্বের সকলের জন্য রয়েছে কল্যাণের প্রতি ভালবাসা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার। এজন্য ইহা আবার তার অনন্য উপাদানের দ্বারা মানব জাতিকে পরিচালনার জন্য নির্বাচিত।

মধ্যযুগ

"If Musa Bin Nusairbeen was able to cross Europe, he would have converted it to Islam, and he would have achieved religious unity for the civilized nations. He would have also saved it from the backwardness it suffered from the darkness of the medieval ages, which was not experienced by Spain because it was under the rule of the Arabs."

গোস্তাফ লে বন

ফরাসী ইতিহাসবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

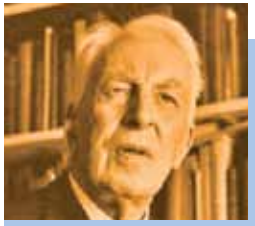

আর্নল্ড টয়েনবি
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ

পরাজিতের হাতে বিজিত বন্দী

"ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে বিজিতদেরকে বন্দী করে ফেলেছে। তাদের সভ্যতার শিল্পকলা খৃষ্টান জগতে প্রবেশ করে। ল্যাটিন রসহীন বিরক্তকর জীবন ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের কিছু ক্ষেত্র যেমন নির্মাণ প্রকৌশল ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে মধ্যযুগে একসাথে সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্বে ইসলামী প্রভাব ও আদর্শ অনুপ্রবেশ করে। সিসিলি ও আন্দালুসিয়া প্রাচীন আরব সাম্রাজ্যের পশ্চিমা নতুন রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যাপকহারে প্রভাবান্বিত হয়েছিল"।

ইসলামী সভ্যতা কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদানে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, সেগুলো হলোঃ

১- ঈমান ও তাওহীদঃ

সুখ-শান্তি লাভের মূল হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ইহা জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা গঠনের মূল নিয়ামক। যে সব সভ্যতা আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অন্তঃকলহ, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। একটি অন্যটিকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ইলাহদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর ইহা মানুষের জীবনকে বিনষ্ট করে দেয়, দুঃখ-দুর্দশা বয়ে আনে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।} [সূরা আম্বিয়াঃ ২২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।} [সূরা মু'মিনূনঃ ৯১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ অন্বেষন কর।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৪২]

আধুনিক ও পূর্বের অনেক সভ্যতায় এ সবের প্রতিফলন দেখা যায়। তারা যা প্রত্যাশা করে তার বিপরীতটা হয়ে থাকে। তারা যেসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া ফলাফল দাঁড়ায় উল্টোটা, ফলে মানবজাতিকে তারা দুঃখ-দুর্দশার দিকে টেনে নিয়ে যায়, যদিও তারা তাদের জন্য ভালই কামনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।} [সূরা তাওবাঃ ৩১]

২- বিশ্বজনীনতাঃ

ইসলাম বিশ্বব্যাপী ধর্ম, যা সর্বযুগে, স্থানে, প্রত্যেক ভাষাভাষী, গোত্র-জাতি, বর্ণ সকলের জন্যই প্রযোজ্য ও উপযোগী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।} [সূরা সাবা' ২৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।} [সূরা ফুরকানঃ ১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব।} [সূরা আ'রাফঃ ১৫৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

ইসলাম চিরন্তন আক্বীদা নিয়ে এসেছে যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হবেনা। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে উপযোগী ন্যায়নীতি, সৎ ও কল্যাণকর মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শরিয়ত নিয়ে এসেছে, যা সর্বস্থানে ও যুগে উপযোগী। এছাড়া আল্লাহ তায়া'লাই সর্বজ্ঞ, কিসের মাঝে তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণ রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী,সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

জীবনের সর্বত্রে প্রবেশ করে!!

"ইসলামই মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম ধর্ম। মুসলমানের জীবনে ইসলাম পূর্নাংগরূপে প্রবেশ করে, বরং ইহা দৈনিক জীবনের সব কর্মকান্ডকে পরিচালনা করে। আধুনিক বিশ্বে মানুষের সকল সমস্যা সমাধান ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নেই। ইহা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য"।

কপিলাল জাভা
ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক

কোথায় উপযুক্ত নেতা?!

"ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ কথা বলার মত একজন উপযুক্ত নেতা পাওয়া গেলে এ বিশ্বের বুকে ইসলাম আবারও একটি মৌলিক বৃহৎশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ পেতে পারে"।

মন্টগোমারি ওয়াট
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

এমনিভাবে ইসলাম শুধু কতিপয় গোষ্ঠী, বর্ণ, বা নির্দিষ্ট কোন জাতির ধর্ম নয়। ইহা সাদা, কালো, হলদে, লাল সব মানুষেরই ধর্ম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল প্রজন্মেরই ধর্ম। কোন গবেষকই ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত এ ধর্মে আঞ্চলিকতা, গোত্রীয়তা ও বর্ণবাদ কখনও পাবেনা, সে যতই গবেষণা করুক, আর তাকে যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি দান করা হোক। ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম হলো বিশ্বজনীন দাওয়াত, ইহা কোন নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু ইসলামের নীতিমালা, শরিয়াত, আহকাম ও আখলাক সব কিছুই সকল মানুষের জন্য সর্বযুগে ও স্থানে উপযোগী।

অতএব, আমরা একথা বলতে পারিনা যে, ন্যায় বিচার বা সুন্দর আচরণ কোন কোন জাতির ক্ষেত্রে বা কোন যুগে উপযোগী নয়। ইহা শুধু ইসলামের জন্যই খাস। অন্যদিকে কিছু ধর্মে আঞ্চলিকতা, গোত্রীয়তা বা জাতীয়তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মের লোক ছাড়া অন্যান্যদের সাথে যখন লেনদেন ও আচরণ করে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তোদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না-যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৭৫]

ম্যাথুর ইঞ্জিল

"আমি তাকে পথভ্রষ্ট বনী ইসরাঈলের চারণভূমিতে পাঠিয়েছি। যখন তিনি ইহুদীদেরকে আহবান করার জন্য তাদের মধ্য থেকে বার জনকে নির্বাচিত করলেন, তখন তাদেরকে এ বলে উপদেশ দিলেনঃ তোমরা অন্য জাতির পথে চলবেনা। সামেরীদের শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং তোমরা এ উপত্যকা দিয়ে পথহারা বনী ইসরাঈলের চারণভূমিতে যাও"।

৩- জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবাসন ও নির্মানের সভ্যতাঃ

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে জমিনের আবাদ কর্মে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন।} [সূরা হুদঃ ৬১]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।} [সূরা ফাতিরঃ ৩৯]

নির্মাণ এবং স্থাপত্য

"ইসলাম প্রতিভা, মেধা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্টকে স্বীকার করে। ইহা নির্মান ও স্থাপত্যের ধর্ম, ধ্বংস ও বিনাশের ধর্ম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, কারো কাছে যদি আবাদি ভূমি থাকে আর সে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ায় উহা চাষাবাদ না করে পতিত করে ফেলে রাখে, তবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পেরিয়ে গেলে উক্ত ভূমি স্বাভাবিক ভাবে সর্বসাধারণের ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। তখন ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উহাতে বীজ বপন করবে সে উক্ত ভূমির মালিক হবে"।

স্যার চার্লস এডওয়ার্ড আর্শিব্যাল্ড
ইংরেজ রাজনীতিবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আত্মশুদ্ধি

"বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে ইসলামই সবচেয়ে উপযোগী ও প্রযোজ্য ধর্ম। ইহা আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে কার্যকরী এবং ন্যায় পরায়ণতা, ইহসান ও উদারতা বহনকারী ধর্ম"।

গোস্তাফ লে বন

ফরাসি ইতিহাসবিদ

যে সব জ্ঞান মানব জাতির কোন না কোন উপকারে আসে বা জমিনের আবাদ কার্যে লাগে সে জ্ঞান সকলে ছেড়ে দিলে সবাই গুনাহগার হবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময় প্রেরিত হয়েছিলেন যখন মানব জাতি সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। যখন মানুষ সমাজ গঠন, কাজকর্ম ও জমিনের আবাদ কাজ ছেড়ে অনর্থক দর্শন, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটির মাঝে লিপ্ত থাকত। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতিকে এ সব কর্ম থেকে মুক্ত করলেন, তাদের মর্যাদা উঁচু করলেন, তাদেরকে তিনি ইসলাম ধর্ম দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। ইহা সভ্যতা, উন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মানের ধর্ম। এতে সমাজ উন্নয়ন ও আত্মিক আলোকদীপ্ততার মাঝে কোন বিরোধ নেই। তাই মুসলমানের অন্তরে ইবাদত ও পার্থিব কাজের মাঝে এবং পৃথিবীর উন্নয়ন কাজের সাথে আত্মিক জীবন ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের কোন বৈপরিত্য নেই। বরং সব কাজই আল্লাহর জন্যই এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।} [সূরা আন'আমঃ ১৬২]

জনসমক্ষে ঘোষণা

"আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি মহান পৌত্তলিক নেতা 'গান্ধী'র ছেলে হিরালাল, আপনাদের সকলের সামনে এবং এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্মুখে আমি ইসলামের প্রতি আমার ভালবাসা ঘোষণা করলাম। আমি কোরআনকে ভালবেসেছি, এক আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লালু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। তিনি সর্বশেষ নবী, তার পরে কোন নবী আসবেন না। তিনি যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তা সত্য, আসমানী সব কিতাবই সত্য, সমস্ত আম্বিয়া ও রাসুলগণ সত্য। ইসলাম ও কোরআনের জন্যই আমি বাঁচব, ইহার জন্যই জীবন দিব, ইহার থেকে সমস্ত অপবাদ প্রতিহত করব। আমি ইহার একজন শক্তিশালী স্তম্ভ হবো, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমি ইহার একজন সুসংবাদদাতা ও প্রচারক হবো। একত্ববাদের এ ধর্মটি জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি, ন্যায় পরায়ণতা, আমানত, দয়া ও সমতার ধর্ম"।

আব্দুল্লাহ হিরালাল গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র

৪- শিষ্টাচার ও নৈতিকতার সভ্যতাঃ

ইসলামে শিষ্টাচার হলো ইবাদত। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মহান চরিত্রকে পরিপূর্ণ করা। তিনি বলেছেনঃ "আমি সুন্দর চরিত্রকে পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি"। [বর্ণনায় ইমাম মালিক রাঃ]। অতএব, সভ্যতা ও সুখ-শান্তির পথ হলো শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পথ, যাতে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়।

ইসলামে আখলাক জীবনের সব ক্ষেত্রকেই শামিল করে। যেমনঃ মানুষ নিজের সাথে ব্যবহার, আল্লাহর সাথে ও অন্যান্যদের সাথে তার আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই শামিল করে। এমনিভাবে মুসলমান-কাফির, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা ও স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের সাথে আচার ব্যবহার আখলাকের মধ্যে শামিল। ইসলাম অন্যের সাথে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বদান্যতা, বীরত্ব, ন্যায়নীতি, রহমত, নম্রতা, উত্তম শিষ্টাচার, সততা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, বিশুদ্ধ অন্তর ও ভাল কাজের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমনকি বিপক্ষ লোকের বেলায়ও নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ {হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।} [সূরা মায়েদাঃ ৮]

তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য তাঁকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইহা শুধু ঈমানদারদের জন্য খাছ নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলামী সভ্যতায় এ আখলাকসমূহ অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আলাদা করা যায়না এবং ইহা ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি। অতএব, পৃথিবীর আবাদ কার্যে, বা কোন স্বার্থে বা অন্য কোন কারণে মুসলমানের থেকে এ সব সুন্দর আখলাকসমূহ কোনভাবেই চলে যেতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বকাজের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও অনুপম নমুনা করতে সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।} [সূরা আহযাবঃ ২১]

একে তিনি তাঁর রহমতের একটি অংশ ও শান্তির পথে মানুষের হিদায়েতের উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়।} [সূরা তাওবাঃ ১২৮]

৫- বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার সভ্যতাঃ

ইসলাম ধর্মে পৌরহিত্যের কোন স্থান নেই, যাকে কোন প্রশ্ন করা যাবেনা, বা কোন গোপনীয় রহস্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা যাবেনা। বরং আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নিদর্শনাবলী, সৃষ্টি ও অন্যান্য জাতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, [তারা বলে] পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯১]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ {এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।} [সূরা ইউনুসঃ ২৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ {প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।} [সূরা নাহলঃ ৪৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।} [সূরা রূমঃ ৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।} [সূরা হাশরঃ ২১]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2happiness.com/bn

বরং আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইলম বা জ্ঞান শুধু ধারণা করা নয়, বরং এ ব্যাপারে তার অকাট্য দলিল প্রমাণ থাকতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা বাকারাঃ ১১১]

অতএব, ইসলামে এমন কোন রহস্য নেই যা কেউ জানেনা, বা এমন কোন গোপনীয়তা নেই যা পৌরহিত ছাড়া কেউ জানেনা।

৬- অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত শান্তি ও নিরাপত্তার সভ্যতাঃ

অভ্যন্তরীণ শান্তি বলতে মানুষের মনের শান্তি ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্ত হওয়াকে বুঝায়, আধুনিক সভ্যতায় মানুষ এ সব সমস্যার খুব সম্মুখীন হয়। কিন্তু ইসলামে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসবাস করে। ইবাদত, দুনিয়ার কাজকর্ম ও নির্মাণ একই সাথে করে থাকে, পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সাথে সহাবস্থানে বাস করে। এ সবের মাঝে কোন বিরোধ নেই। ইসলামী সভ্যতায় অভ্যন্তরীণ শান্তি একটি স্পষ্ট নিদর্শন, যা তাওহীদ হতে উৎসারিত, মুসলমানের অন্তরে যা কিছুই আসে সব কিছুই সহজ ও সুন্দরভাবে সুবিন্যাস্ত করে দেয়। ইসলামে দুনিয়া মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, বরং ইহা আখেরাতের জন্য শস্য ক্ষেত্র ও পথ ও খেয়া স্বরূপ। ইহা আল্লাহ তায়া'লার নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়ঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]

বিবেক ও যুক্তি

"ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যের বিষয় হলো ইহা বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা তার অনুসারীদেরকে খোদাপ্রদত্ত এ জীবন্ত দক্ষতাকে বাদ দিতে কখনও বলেনা। এমনিভাবে ইসলাম গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহিত করে। ইহা তার অনুসারীদেরকে ঈমান আনার আগেই গবেষনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিন্তা ভাবনা করতে আহবান করে। ইসলাম নিম্নোক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রবাদটি সমর্থন করেঃ সব জিনিসের সঠিকতার উপর প্রমাণ পেশ করো, অতঃপর যেটি তোমার জন্য কল্যানকর সেটি গ্রহণ করো। এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; কেননা হিকমত হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে সেখান থেকে কুঁড়িয়ে নেয়ার সেই অধিক হকদার। ইসলাম বিবেক ও যুক্তির ধর্ম। এজন্যই দেখা যায়, ইসলামের নবী মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ প্রথম শব্দটিই হলো "ইকরা" অর্থঃ পড়। এমনিভাবে দেখা যায় ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষনাই হলোঃ ঈমান আনয়নের পূর্বে চিন্তা ভাবনা করে দেখার আহবান। অতএব, ইসলামই সত্য ধর্ম, ইহার অস্ত্র হলো জ্ঞান বিজ্ঞান, আর শত্রুহলো অজ্ঞতা"।

আরোন লিওন

আরোন লিওন

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর,যাতে তোমরা সফলকাম হও।} [সূরা জুম'আঃ ১০]

অর্থাৎ যখন নামাজ সমাপ্ত হবে তখন দুনিয়ার কাজে ছড়িয়ে পড়, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল উপার্জন হয়। আর এতে ইখলাস অন্বেষণ কর, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদেরকে বলেছেনঃ «তুমি যা কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যয় করবে তাতেই প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তার জন্যও। »। (ইমাম মালিক এটি বর্ণনা করেছেন।) অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর মুখে যা দাও তাতেও সাওয়াব পাবে। অতএব আমাদের দুনিয়ার কোন কাজই আখেরাতের থেকে আলাদা নয়। তবে শর্ত হলো আখেরাতকে ছেড়ে শুধু দুনিয়ার মাঝে ডুবে থাকা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।} [সূরা মুনাফিকূনঃ ৯]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]

কাজের প্রতি ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, ছেলে সন্তানদের সাথে আনন্দ করা ও তাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া ইত্যাদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরিয়তের নির্দেশিত পথে করলে দ্বীন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।} [সূরা আন'আমঃ ১৬২]

অসাধারণ শ্রেষ্ঠ সমাধান

"আল কোরআন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সব সমস্যার চমৎকার সমাধান দিয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট দাওয়াত প্রচারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফলতায় কোরআনের প্রজ্ঞার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। আমার মতে, আমরা যে ধর্মেরই হই, আল কোরআনের বানীকে আমাদের ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতার মূল প্রবাহ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত"।

মন্টগোমারি ওয়াট

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানুষের পুরা জীবনই আল্লাহ তায়া'লার জন্য, এমনকি যাতে মানুষের নফসের ইচ্ছা মিটে নিয়্যাত বিশুদ্ধ হলে তাও আল্লাহর আনুগত্য হবে।

বাহিরের শান্তি হলো স্বপক্ষ বা বিপক্ষ নিকটতম ও দূরতম সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এক মুসলিমের সাথে অন্য মুসলিমের সাক্ষাতে ইসলামের প্রথম অভিবাদনই হলোঃ «আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ» অর্থঃ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। ইসলামী শাসনের যুগে সমস্ত ধর্ম যেরূপ সুখী ও নিরাপদ ছিল অন্য কোন যুগে সেরূপ আর আসেনি। মুসলমানের পতনের কারণে বিশ্ব কত কিছুইনা হারালো। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শুত্রতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।} [সূরা মায়েদাঃ ২]

উত্তম জীবন

"আমরা যদি ইসলামের প্রতি সুবিচারক হই, তবে আমাদের একথার সাথে একমত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় যে, ইসলামের শিক্ষাসমূহ কার্যকর শক্তিশালী, যা কল্যাণের দিকে ডাকে। এ শক্তিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে মানুষ উত্তম জীবন লাভ করতে পারে,যাতে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণে কোন অপরিচ্ছন্নতার অবকাশ থাকেনা। ইসলামের এ সব শিক্ষাসমূহ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া, মানুষের সাথে আমানত রক্ষা, ভালবাসা, ইখলাস ও কুরিপু দমন ইত্যাদির দিকে ডাকে। এভাবে সব ভাল গুনের দিকে আহবান করে। এর ফলে একজন সঠিক মুসলমান নৈতিকতার যাবতীয় সূক্ষ্ম ধারা তার জীবনে প্রস্ফুটিত করে সুন্দর জীবন যাপন করে"।

গোল্ড জিহের

ইহুদী প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

৭- আন্তরিকতা ও ভালবাসার সভ্যতাঃ

ইসলামী সভ্যতা তার প্রত্যেক সদস্যের উপর স্বচ্ছ ও পরিস্কার হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যকীয় করে। আল্লাহ তায়া'লা মু'মিনদের দোয়া সম্পর্কে বলেনঃ {আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।} [সূরা হাশরঃ ১০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।} [সূরা শুআ'রাঃ ৮৮-৮৯]

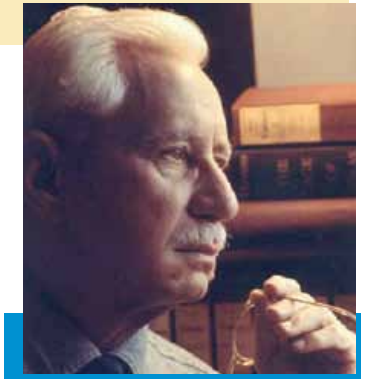

মহামানবের নৈতিকতা

"মুসলমানরা খৃষ্টানদের চেয়েও অনেক পরিপূর্ণ মানুষ। তারা তাদের চেয়ে অধিক ওয়াদাপূরণকারী, পরাজিতের প্রতি বেশি দয়াশীল। তাদের ইতিহাসে দেখা যায় যখন তারা ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল, তখন খ্রীষ্টানদের তুলনায় তারা খুব কমই হিংস্রতায় লিপ্ত হয়েছে। "।

উইলিয়াম ডুরান্ট

মার্কিন লেখক

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «তোমরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়োনা, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করোনা, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করোনা, বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়; এভাবে যে, তারা মিলিত হলে একে অন্যের থেকে ফিরে থাকবে, তাদের মধ্যে উত্তম সেজন যে প্রথমে সালাম দিবে»। (মুসলিম শরীফ)। রাসুল (সাঃ) ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে বলেছেনঃ «যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমরা ঈমান আনা ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবেনা, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাসবে ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হবেনা। আমি কি বলে দিব না কোন জিনিস তোমাদের জন্য এগুলোকে দৃঢ় করবে? তোমরা নিজেদের মাঝে বেশী বেশি সালামের প্রচলন কর»। (তিরমিজি শরীফ)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মাখমুম (পরিচ্ছন্ন) অন্তর, সত্যবাদী জবান। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেনঃ সত্যবাদী জবান আমরা চিনি, কিন্তু মাখমুম অন্তর বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তর, তাতে কোন গুনাহ বা পাপ নেই, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ ও হিংসা বিদ্বেষ নেই»। (ইবনে মাজাহ শরিফ)।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আত্মিক আনন্দ

"আমার কাছে এখন দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসেবে বিবেচিত, যেমনিভাবে জীবন যাপনের জন্য শক্তি, সুঠাম খাদ্য ও নির্মল পানির খুবই প্রয়োজন। এসব কিছু মানুষকে আরামদায়ক জীবন দান করে, কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা এর চেয়েও বেশি। ইহা আমাকে আত্মিক আনন্দ যোগান দেয়, অথবা উইলিয়াম জেমসের ভাষ্যমতে, ইহা জীবন যাপনের জন্য শক্তির সঞ্চয় করে, পরিপূর্ণ, সুখী ও পরিতুষ্ট জীবনের জন্য ইহা চালিকাশক্তি। ইহা আমাকে ঈমান আনয়ন, আশা ও বীরত্বে সাহায্যকারী। আমার থেকে ভয়ভীতি, বিষন্নতা ও অস্থিরতা দূর করে। ইহা জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পাথেয় স্বরূপ। ইহা আমার সম্মুখে শান্তির সীমানা বিস্তৃত করে, জীবনের মরুময় ময়দানে সবুজ শ্যামল উর্বর চরিত্রের পথ খুলে দেয়"।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন গ্রন্থ প্রণেতা

ইসলামের মাহাত্ম্য

"আমাদের লেখনী যতই
প্রাঞ্জল হোক ইসলাম আমাদের কলমের মুখাপেক্ষী নয়; বরং আমাদের কলমই ইসলামের মুখাপেক্ষী.....যেহেতু এতে রয়েছে আত্মিক ও নৈতিক এক মহাভান্ডার...এর চমৎকার কোরআনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি"।

নাসরী সালহাব
লেবানীজ লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

৮- আত্মিক ও পার্থিব সভ্যতাঃ

ইসলামী সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার আলো নিয়ে আসলেও একই সময়ে পার্থিব বিষয়কে ভুলে যায়নি বা অবহেলা করেনি। আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে দেহ ও রূহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জীবন যাপনের জন্য মানুষের দৈহিক ও আত্মিক দিকের সব উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। শরীরের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে সে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। আত্মার খাদ্য হিসেবে নবী রাসুলদের মাধ্যমে আসমানী অহী নাযিল করেছেন। মানুষকে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।} [সূরা হিজরঃ ২৮-২৯]

রূহ ও শরীর পরস্পর মিশ্রিত, যা মৃত্যু ছাড়া একে অন্য থেকে আলাদা হয়না। রূহ ও শরীরের আলাদা আলাদা চাহিদা রয়েছে। খাদ্য, পানীয় এবং পোশাক পরিচ্ছেদের মাধ্যমে শরীর বেঁচে থাকে। যদি এর একটিও অপূর্ণ করি তবে পুরা শরীরে এর প্রভাব ফেলবে। মানুষ যদি খাদ্য গ্রহণে কমতি করে তাহলে সে দুর্বল ও ধ্বংসের দিকে যাবে, সে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবেনা। এমনিভাবে পানীয় ও পোশাক পরিচ্ছেদও।

শরীরের কোন একটি চাহিদা অপূর্ণ রাখলে এর প্রতিফলন পুরা শরীরে পড়ে, সে জীবনধারণে শক্তি পায়না, সুখ-শান্তির জীবন যাপনে জীবনের অন্য অংশেরও সাহায্য করতে পারেনা। এমনিভাবে রূহেরও রয়েছে কতিপয় চাহিদা। ভালবাসা, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ ছাড়া রূহ বাচঁতে পারেনা। রূহ কিভাবে বাঁচবে সে যদি এমন একজন প্রভু না পায় যার ইবাদত করবে, যাকে ভালবাসবে, তার নিকট প্রত্যাশা করবে, তাঁকে ভয় করবে, তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে?! রূহ কিভাবে বাঁচবে যদি উহা শূন্য হৃদয় হয়, কারো উপর ভরসা ও কারো নিকট শান্তি লাভ না করতে পারে। অথবা যদি নিরাপত্তা, বদান্যতা, অন্তরের শান্তি, মানুষের মাঝে ভালবাসা না পায়?! মানুষ যদি রূহের চাহিদাগুলো পূর্ণ না করে তাহলে সে যেমন তার খাদ্য ও পানীয়তে ত্রুটি করল। কিভাবে মানুষের অবস্থা শান্ত হবে? তার অবস্থা কিভাবে স্থির হবে তার অন্য অর্ধেক যদি ব্যথায় আক্রান্ত হয়?! দুঃখের বিষয় হলো পশ্চিমা সভ্যতা রূহের আনন্দ খুশীর ব্যাপারটা ভুলে গেছে, ফলে তারা ভোগ বিলাসের চরম পর্যায়ে পৌঁছলেও দুনিয়াতে দুর্ভাগা ও দুঃখী। আধুনিক সভ্যতা শরীর ও পার্থিব সেবায় অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কিন্তু সে ভুলে যায় যে, রূহ ছাড়া শরীরের কোন সুখ, সফলতা, আনন্দ ও প্রশান্তি আসতে পারেনা। বরং এটাকে কোন সভ্যতাই বলা যায়না।

৯- ইসলামী সভ্যতা মানব ও মানবাধিকারের গুরুত্ব দেয়ঃ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মানবাধিকার বাস্তবায়ন করাই কোন রাষ্ট্রের ন্যায়নীতি, ইনসাফ, দেশের মানুষের অধিকার রক্ষা ও তাদের স্বাধীনতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। ইহা উক্ত জাতির জ্ঞান গরিমা ও সচেতনতার মাপকাঠি। বরং গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানবাধিকার রক্ষা করা।

ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীর বুকে বাস্তবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক মহা উপমা ও নমুনা প্রবর্তন করেছে। ইহা ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, কেননা ইহা শুধু কথা

দোষ আমাদের মাঝে

"এটা আমাদের কাছে একেবারেই স্পষ্ট যে, মুসলমানদের অবহেলাই -ইহা ইসলামের ত্রুটি নয়- বর্তমান অধঃপতনের কারণ"।

লিউপোল্ড উইস
অস্ট্রীয় চিন্তাবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

বা শ্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়। এজন্যই ইসলামে অন্যতম মানবাধিকার হলো নিম্নরূপঃ

১. ইসলামে মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হলো সার্বভৌমত্ব ও শাসন হলো একমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লার। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।} [সূরা আন'আমঃ ৫৭]

ফলে ইসলামী প্রকল্পে অধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্টির প্রতি ও তার প্রয়োজনের প্রতিআল্লাহ তায়া'লার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা হয়।

২. স্থায়ীত্বঃ স্থান, কাল, সমস্যা ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে এ অধিকার পরিবর্তীত হয়না।

৩. অধিকারকে ইহসান ও ইখলাসের স্থান থেকে বিবেচনা করা। ইসলামে অধিকার সে স্থান থেকে উৎসারিত যেখানে বান্দাহ আল্লাহ তায়া'লার ভয় ও আশঙ্কায় থাকে, ইহাই রাসুলের [সাঃ] কথা অনুযায়ী ইহসানের দরজা। তিনি বলেছেনঃ « ইহসান হলো তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পারো তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন»। (মুসলিম শরিফ)।

৪. মানবাধিকার ও ধর্মের প্রকৃতির মাঝে সঙ্গতি ও সম্পূরকতাঃ ইসলাম মানুষের জন্য শুধু অধিকার দিয়েই ছেড়ে দেয়নি, ইহা বাস্তবায়নে যথাযথ পরিবেশ ও শরয়ী আহকামের সীমারেখা নির্ধারন ও শরিয়তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। একে ইসলামের শিষ্টাচার ও আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সে সব শিষ্টাচারকে অধিকারের মধ্যে শামিল করে সর্বশেষে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এরমূল উৎস আল্লাহর পক্ষ হতে গণ্য করেছে। এজন্যই এসব অধিকারকে শুধু অধিকারই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে ধরা হয়। তাই ইসলামে অধিকারসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পূরক।

৫. ইসলামে মানবাধিকারের ধরণ হলো, ব্যক্তিগত অধিকার থেকে সমষ্টিক অধিকার উৎসারিত হয়, যা মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।} [সূরা মায়েদাঃ ৩২]

https://www.path-2-happiness.com/bn

বিশ্বের জন্য শান্তি

"মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে কোরআনের পরিচিতি আমাকে আন্দোলিত করেছে। আমি কোরআন থেকে ইসলামকে আবিষ্কার করেছি। মুসলমানদের কাজ কর্ম থেকে নয়। হে মুসলমানগণ! তোমরা সত্যিকারের মুসলমান হও, যাতে ইসলাম এ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইহা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি"।

কেট স্টিভেনস
ব্রিটিশ গায়ক

https://www.path-2-happiness.com/bn

৬. অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার আগেই ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছেঃ ইসলাম যে সব মানবাধিকার দিয়েছে তা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাত বা বিপ্লব বা আন্দোলনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমনটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ইতিহাসে দেখা যায়। ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে যেভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং ইসলামে মানবাধিকারের মৌলনীতি ও আহকাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পূর্বের কোন আলোচনা, আন্দোলন বা প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৭. বাস্তবসম্মত, জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও মানুষের প্রয়োজন মিটায়; যা অন্যান্য ব্যবস্থার বিপরীত, কেননা তা দার্শনিক ভাবধারায় চিত্রিত।

৮. ইসলামে একক কতিপয় মানিবাধিকার রয়েছে, যা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় পাওয়া যায়না, যেমনঃ পিতামাতার অধিকার, নিকটতম ও দূরতম আত্মীয়স্বজনের অধিকার, ভ্রূণের অধিকার, ব্যক্তির ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষার অধিকার, হালাল উপায়ে উপার্জনের অধিকার ও সুদ থেকে বারণ করার অধিকার, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের থেকে নিষেধ করার অধিকার।

৯. ইসলামে মানবাধিকারের মূল হলো সর্বপ্রথম মানুষকে সম্মান করা, আল্লাহর উপর ঈমান আনার মাধমে আবেগময় অনুভূতিকে আলোড়িত করা।অন্যান্য মতবাদ তার ব্যাতিক্রম। এ বিশ্বে যা কিছু মানুষের কল্যাণে অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে তা জীবনের সাথে সংগতিপূর্ন ও পরিপূরক, ইসলামের মানবাধিকারের মূলে এ বিষয়টিও রয়েছে।

ইতিহাসে অন্য কোন সভ্যতাকে দেখা যায়না যা স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেছে। কত সহজে মানবাধিকারের সস্তা বুলি, শ্লোগান আর পেষ্টুন উত্তোলন করা যায়, কিন্তু এর আড়ালের প্রকৃত উদ্দেশ্য আর গোপন স্বার্থ অপ্রকাশ্যই থেকে যায়; যখন সন্দেহভাজন লোকেরা সেই তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারী হয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য সভ্যতা নিয়ে আগমন

www.path-2-happiness.com/bn

করয়েছেন; কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের পশ্চাদপসরতা ও অবস্থা দেখলে নানা প্রশ্ন জাগে, অথচ ইসলামী সভ্যতা তাদেরকে কতকিছু দান করেছে?! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বর্তমানে মুসলমানেরা তাদের দ্বীনের উপর নেই, তাদের অনেকেই ইসলামের মূলনীতি, শিক্ষা ও কোরআন হাদীসের থেকে দূরে সরে গেছে। নতুবা ইসলামী সভ্যতার মত আর কোন সভ্যতাই নাই যা মানব জাতিকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করতে পারে। ইতিহাসের পাতায় দেখলে ও উদারমনা ও ন্যায়নীতিবানদের কথা শুনলে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাবে যে, মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?!

শূণ্য বিশ্ব

"মুসলমানরা পূর্বের মতই দ্রুত তাদের সভ্যতাকে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে পারে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে তারা পূর্বের মত আখলাকে ফিরে যাবে। কেননা এ শূন্য বিশ্ব তাদের সভ্যতার শক্তির সামনে মুকাবিলা করতে পারবেনা"।

মার্মাডোক ব্যাকটাল
ইংরেজ লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোরআন ও সুন্নতের বিস্ময়ঃ

প্রত্যেক রাসুলেরই তাদের নবুয়াত ও রিসালাতের সত্যতার জন্য কিছু মুজিযা ও নিদর্শন থাকে। যেমনঃ মূসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল তাঁর লাঠি, ঈসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে অরোগ্য করা, আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করা। সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যেহেতু সর্বযুগে ও স্থানে প্রযোজ্য ও অবশিষ্ট তাই তাঁর মু'জিযাও ছিল সেসবের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। কোরআন যেহেতু হিদায়েতের কিতাব, তাই এ মোবারকময় কিতাব সব কিছুরই বিস্ময় ও রহস্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সত্যতা প্রমাণে এ কোরআন বিস্ময় ছিল ও আছে, ইহা স্রষ্টা, রিজিকদাতা, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এ কিতাব সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ, সর্বকালে ও স্থানে সকলের জন্য প্রযোজ্য। উপরোল্লেখিত নানা রহস্য ও বিস্ময় ছাড়াও আল কোরআন বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের ব্যাপারেও মহাবিস্ময়কর। কোরআনে প্রকৃতির নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমানে অনেক গবেষকের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞান সে সব কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ, ভ্রূণের সৃষ্টি, যা শত শত বছর পূর্বে মানুষ এ সম্পর্কে কিছু জানার আগেই কোরআন এ সম্পর্কে সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।} [সূরা মু'মিনূনঃ ১২-১৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?} [সূরা যুমারঃ ৬]

চিকিৎসকেরা যখন তাদের তথ্যসূত্র ও আবিষ্কারের মূলে চিন্তা গবেষণা করেছেন, তখন তারা মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বলেছেন সেভাবেই পেয়েছেন।

এছাড়াও শরীরে মানুষের অনুভূতির স্থানগুলোর ব্যাখ্যায়ও তারা কোরআনের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমুহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।} [সূরা নিসাঃ ৫৬]

মহাশূন্যের প্রশস্ততার বর্ণনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।} [সূরা যারিয়াতঃ ৪৭]

সূর্য তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়নের বর্ণনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি,আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি,তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী,সর্বজ্ঞ,আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।} [সূরা ইয়াসিনঃ ৩৭-৩৮]

এ সব বিস্ময়কর ও রহস্যময় তথ্যের ব্যাপারে রাসুলের হাদীসও অনেক তথ্য দিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «বনী আদমের প্রত্যেককে তিনশত ষাটটি » [৩৬০টি গ্রন্থি] জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ঐ তিনশ' ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবর, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বললো, ও মানুষের চলার পথ থেকে একটি পাথর বা একটি কাঁটা বা একটি হাড় সরালো অথবা কাউকে কোন ভাল কাজের উপদেশ দিলো অথবা কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করলো, ঐ দিন সে নিজেকে দোযখ থেকে দূরে রাখলো। (মুসলিম শরীফ)।

ভ্রূণের বর্ণনা

"আল কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন ধরণের জটিলতা আমি পাইনি। কেননা কোরআনে বর্নিত ভ্রূণের বর্ণনা সপ্ত শতাব্দীতে জানা সম্ভব ছিলনা। এসব কিছু জানার বিবেকসম্মত একমাত্র উপায় ছিল আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত অহী"।

প্রফেসর আসুধা কুঝান

টোকিও পর্যবেক্ষণ অধিকর্তা

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/

বর্তমানে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ শরীরে এ সব গ্রন্থি ছাড়া এ জীবনে তার অস্তিত্বের স্বাদ ভোগ করতে পারেনা। তার উপর খিলাফতের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আদায় করতে সক্ষম হয়না। এজন্যই মানুষের উচিত প্রত্যহ আল্লাহ তায়া'লার সে সব নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, যা প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুনিপুণ পরিমাপে মহান স্রষ্টার সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। এ হাদীসের বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের শরীরের গ্রন্থি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, তিনি এমন এক সময় এ সব তথ্য দিয়েছেন যখন মানুষের পক্ষে এ সব জানা সম্ভব ছিলনা, এ সম্পর্কে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও ছিলনা। এমনকি একবিংশ শতাব্দির অনেক মানুষই তা জানেনা, বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক বিশেষজ্ঞরাও জানতনা!! কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নির্ধারণ করে গেছেন। সেগুলো হলোঃ মেরুদন্ডে [১৪৭] টি, বুকে [২৪] টি, শরীরের উপরি অর্ধভাগে [৮৬] টি ও নিম্নার্ধভাগে [১৫]টি এবং মধ্যভাগে [২৯] টি গ্রন্থি রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হলো যে, মহান আল্লাহ তায়া'লা ছাড়া কে সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজ্ঞানের এ সব অতিসূক্ষ্ম তথ্য শিক্ষা দিয়েছে, বিংশ শতাব্দী ছাড়া যে সব তথ্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি?!

কার পক্ষে সম্ভব ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সব অদৃশ্যের বিষয় নিয়ে জানানো?! সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তায়া'লা জানতেন যে, একদিন মানুষ শরীরের এ সব সূক্ষ্ম রহস্যের ব্যাখ্যা জানতে পারবে, তখন এ হাদীসের নূরানী ইশারাই তার রাসুলের সত্যতা ও আসমানী অহীর সাথে তার সম্পর্কের সত্যতার সাক্ষ্য হবে।

তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ যতক্ষণ আখলাক চরিত্রের পথ না হবে, তাহলে উহা ধ্বংসাত্মক সভ্যতা, নিশ্চিহ্ন, দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের জ্ঞান হবে। মানুষকে সুখী করা ও তাদের সেবায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান হবেনা। এজন্যই জ্ঞান ও সভ্যতার পথ আখলাকেরও পথ। এমনিভাবে জ্ঞান ও সভ্যতা ছাড়া সুখ-শান্তির পথ শুধুই কল্পকাহিনী ও অবিশ্বাস্য। অতএব, আখলাক ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ ব্যক্তি, জাতি, সমাজ ও মানবতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

নিরক্ষর রাসুল

"আমাদের বিবেক দিশেহারা হয়ে যায় যখন ভাবি, কিভাবে এ সব আয়াত একজন নিরক্ষর লোক হতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যের সকলেই একমত যে, কোরআনের আয়াতসমূহ শাব্দিক বা আর্থিক যেকোন ভাবেই হোক তৈরি করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়"।

হ্যানরী দ্যি কাস্টারী
ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার

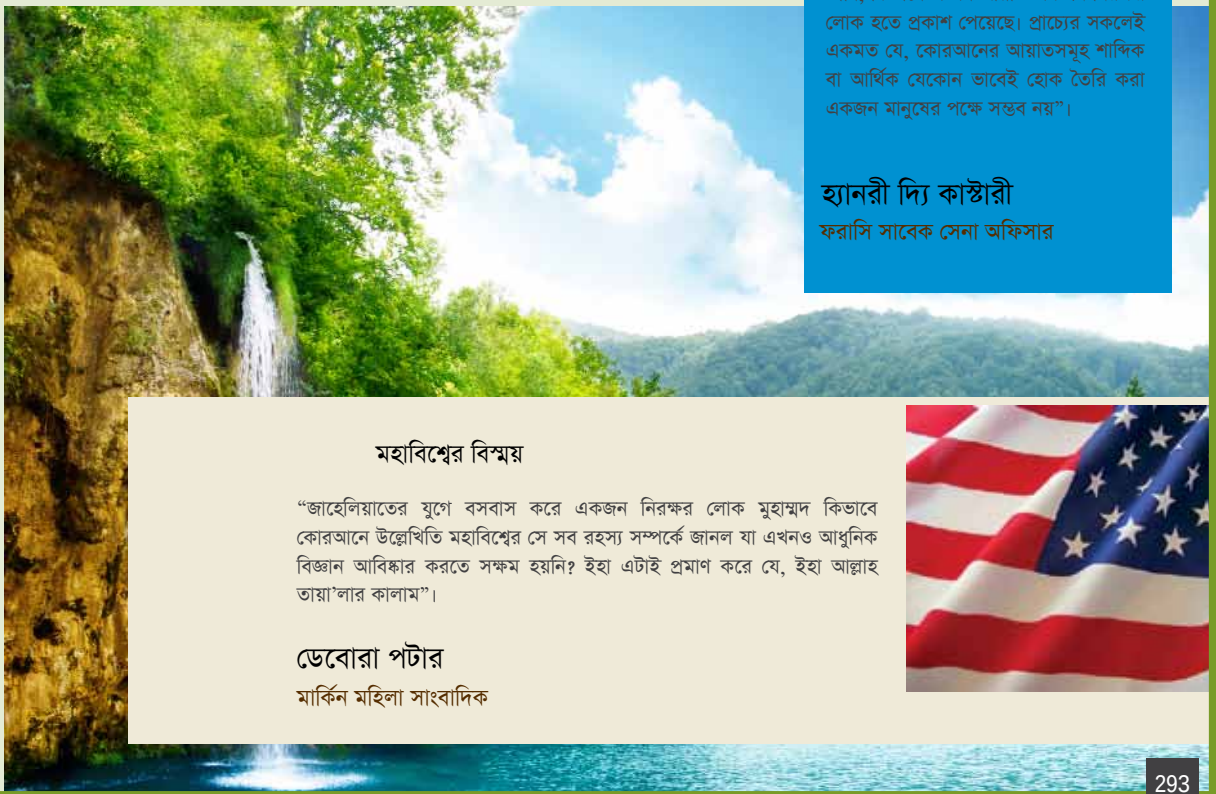

মহাবিশ্বের বিস্ময়

"জাহেলিয়াতের যুগে বসবাস করে একজন নিরক্ষর লোক মুহাম্মদ কিভাবে কোরআনে উল্লেখিত মহাবিশ্বের সে সব রহস্য সম্পর্কে জানল যা এখনও আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি? ইহা এটাই প্রমাণ করে যে, ইহা আল্লাহ তায়া'লার কালাম"।

ডেবোরা পটার
মার্কিন মহিলা সাংবাদিক